তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১৭

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন**

**জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ই-পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ১৯৭১ সালে শাহাদত বরণকারী সকল শহিদ বুদ্ধিজীবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

‘ ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি’ শীর্ষক উক্ত ই-পোস্টার জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১৬

**তথ্য সচিবের বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিদর্শন**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

তথ্য সচিব খাজা মিয়া আজ আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভিজ্যুয়াল ফুটেজ সংবলিত ফিল্ম ভল্ট, বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত গ্রন্থ নিয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার, ফিল্ম ডিজিটালাইজেশন ল্যাব, ৫০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৩০০ আসনবিশিষ্ট প্রজেকশন হল এবং ফিল্ম মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন।

এরপর তথ্য সচিব বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কর্মকর্তাদের সাথে সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভার শুরুতে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মোঃ নিজামূল কবীর অধিদপ্তরের কার্যাবলীর ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

সভায় তথ্যসচিব বলেন, ‘বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম ও কলেবর বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক এবং দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ফিল্ম আর্কাইভ ভবনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন ও আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া সুবিধার মাধ্যমে একটি চলচ্চিত্রবান্ধব আবহ গড়ে তোলা এবং ধ্রুপদী চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

#

শামসুদ্দিন/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১৫

**উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার**

**---প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পদ্মা সেতু নির্মাণ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয়। মানুষ যেয়ে নিজের চোখে দেখে আসছে পদ্মা সেতু। দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার তিন কোটি মানুষের যাতায়াত, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর **নির্মাণের** ফলে যেভাবে উত্তর অঞ্চল থেকে মঙ্গা দূর হয়েছে। পদ্মা সেতুও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় শিশু একাডেমি মিলনায়তন থেকে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় বাস্তবায়িত “**উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ**” প্রকল্পের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জীবিকা ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। **অভিযোজন সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন হবে। তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বছরজুড়ে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবারহ নিশ্চিত করা যাবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের কারণে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীল জীবিকা এবং পানীয় জলের সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং ইউএনডিপি এর সহায়তায় “উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উপকূলীয় দরিদ্র মানুষের জলবায়ুর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উক্ত প্রকল্প নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার এবং খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার।

এছাড়া কর্মশালায় বিভিন্ন প্রকল্পের সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ইউএনডিপির প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

#

আলমগীর/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৮১৪

**স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভারতের সেরাম**

**ইনস্টিটিউটের সাথে সরকারের ভ্যাকসিন ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

          আজ মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেকের উপস্থিতিতে সরকার ও বেক্সিমকো ফার্মার মাধ্যমে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের সাথে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ক্রয় সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে আগামী ছয় মাসে (প্রতি মাসে ৫০ লাখ করে) মোট তিন কোটি ভ্যাক্সিন আমদানি করবে।

          চুক্তিতে সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম ও বেক্সিমকো ফার্মার পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল হাসান পাপন এমপি স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তিটি আজ ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের দায়িত্বশীল অথরিটির নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের অথরিটি চুক্তিপত্রটিতে স্বাক্ষর করে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই পুনরায় দেশে পাঠিয়ে দেবে।

          অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন,‘ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যে ভ্যাক্সিন সরকার নিচ্ছে সেটি হচ্ছে অক্সফোর্ডের এস্ট্রেজেনেকা ভ্যাকসিন। এই ভ্যাক্সিন বিভিন্ন দেশের ট্রায়ালে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে হয়েছে এবং এই ভ্যাক্সিন আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী। প্রথম পর্যায়ে তিন কোটি ভ্যাক্সিন আমদানি করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে এই ভ্যাক্সিন আগামী ছয় মাস দেশে আনা হবে।

          এস্ট্রেজেনেকা ভ্যাকসিন এর পাশাপাশি আরো কিছু কোম্পানির সাথেও সরকারের আলোচনা চলমান রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, সবকিছু ঠিক থাকলে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এস্ট্রেজেনেকা ভ্যাক্সিনটি দেশে চলে আসবে। এর মধ্যে অন্য ভ্যাক্সিনগুলোও আমদানি করার কাজ অগ্রগামী হবে। দ্রুত ভ্যাক্সিন ক্রয়ে অনুমোদন দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ভ্যাক্সিন সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত কর্মকর্তাদেরও এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান।

          একই দিনে অন্য একটি অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের বলরুমে কোভিড -১৯ সংক্রান্ত জাতীয় গাইডলাইন সমুহের মোড়ক উন্মোচন করেন এবং হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী  কোভিড মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                নম্বর : ৪৮১৩

**উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সব ওয়ার্ডে মিনি ফায়ার স্টেশন হবে**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

          স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সব ওয়ার্ডে একটি করে মিনি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ করা হবে।

          আজ ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এসট্রাপ পিটারসন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাতের পর তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান।

          স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, রাজধানীতে অনেক সরু রাস্তার কারণে এসব এলাকায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের বড় গাড়ি ঢুকতে পারে না। আবার ফায়ার স্টেশনগুলো অনেক দূরে থাকায় আসতে অনেক সময় লেগে যায়। এতে দ্রুত অগ্নিনির্বাপণ ও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয় না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মিনি ফায়ার স্টেশন স্থাপন করার কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে সরকার। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩৬ টি ওয়ার্ডে ফায়ার সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

          এই কার্যক্রমে যে লোকবল কাজ করবে তাদেরকে ডেনমার্ক ফ্রি প্রশিক্ষণ দেবে। আর মিনি স্টেশন নির্মাণের জন্য ডেনমার্ক ৮৫ শতাংশ অর্থায়ন করবে। মিনি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ডেনমার্কের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা (এমইউ) স্বাক্ষর হয়েছে বলেও জানান তিনি।

          তাজুল ইসলাম বলেন, বৈঠকে বাংলাদেশে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি আলোচনায় উঠলে গ্রিন এনার্জি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ডেনমার্ক সরকারের বিনিয়োগের আগ্রহের কথা জানান রাষ্ট্রদূত।

          মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি প্রকল্প ক্রয়সংক্রান্ত কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে এ সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, খুলনাসহ সব বিভাগীয় শহর এমনকি প্রত্যেক জেলায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করা হবে। অনেক কোম্পানি চুক্তি করতে আগ্রহী।  যে কোম্পানিই আসুক প্রতিযোগিতা করে আসতে হবে। জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখেই চুক্তি করা হবে।

          সাক্ষাৎকালে সায়েদাবাদে ফেজ-৩ ওয়াটার সাপ্লাই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এবং পদ্মা যশোলদিয়া প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে উভয়ে আলোচনা করেন। এই প্রকল্পে ডেনমার্ক অর্থায়ন করেছে। ঢাকা ওয়াসার অধীনে এসব প্রকল্পে ডেনমার্ক আরো বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ সময় দুই দেশের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

#

হায়দার/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১২

**স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক মন্ত্রণালয় গঠন করে**

**দেশের মানুষকে ভূমি সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে -- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক মন্ত্রণালয় গঠন করে দেশের মানুষকে ভূমি সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে মন্ত্রণালয়।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়াতে এবং তিনি ও তাঁর দল জাতীয় পর্যায়ে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২০’ অর্জন করাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ভূমিমন্ত্রী এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, এখনও মাঠ পর্যায়ে যেসব সমস্যা আছে, ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের পর তা থাকবে না, কেননা সিস্টেমই তখন অনিয়ম করতে দেবে না। এ সময় সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীকে অত্যন্ত দক্ষ সিভিল সার্ভিস অফিসার হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি সিনিয়র সচিব ও তাঁর দলকে এ সময় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার বিজয়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর দলের অন্য সদস্যবৃন্দ হলেন - ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এটুআই প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন মনিটরিং সেলের প্রধান ও ভূমি সচিবের একান্ত সচিব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন। অনলাইন খতিয়ান প্রদান ও ডিজিটাল রেকর্ড রুম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তাঁদের এ পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

#

নাহিয়ান/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১১

**শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের উপস্থিতিতে আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ১ হাজার ৭০ জন এবং ডাক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ১৫২ জন বুদ্ধিজীবীর নাম প্রথম ধাপে তালিকাভুক্তির নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা এন.ডি.সি, উপসচিব রথীন্দ্র নাথ দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. চৌধুরী শহীদ কাদের, নিপসম এর পরিচালক ড. বায়েজিদ খুরশীদ রিয়াজ, চলচিত্র নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু , বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল কাজী সাজ্জাদ জহির, বীরপ্রতীক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ কমিটি মুক্তিযুদ্ধকালীন শহিদদের মধ্যে কারা শহিদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে। বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ, পত্রিকা কাটিং, টিভি রিপোর্ট, অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাই করে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। এছাড়া কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের আবেদন যাচাই বাছাই করবে ও শহিদ বুদ্ধিজীবী তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করবে।

#

মারুফ/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১০

**এন ইউ’র ৪র্থ বর্ষ অনার্স বিশেষ পরীক্ষার ফল প্রকাশ আজ**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের অনার্স ৪র্থ বর্ষ (বিশেষ) পরীক্ষার ফল আজ প্রকাশ করা হবে। সারাদেশে মোট ৩৬২টি কলেজের ৪ হাজার ২১৫ জন পরীক্ষার্থী ৩০টি বিষয়ে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রকাশিত ফল সন্ধ্যা ৬টা থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে যে কোনো মোবাইল মেসেজ অপশনে গিয়ে nu<space>H4<space>Reg No (শেষের ৭ ডিজিট) লিখে ১৬২২২ নম্বরে Send করে এবং রাত ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd অথবা [www.nubd.info](http://www.nubd.info) থেকে জানা যাবে।

উল্লেখ্য, ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস অনুযায়ী অনিয়মিত এবং অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। করোনাকালে জুম এপসের মাধ্যমে এ সকল শিক্ষার্থীর মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নভেম্বর মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

#

করিম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৯

**কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ীর কাছে ইসলাম ধর্ম লিজ দেয়া হয়নি**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

'কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ীর কাছে ইসলাম ধর্ম লিজ দেয়া হয়নি' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত কৃতী শিল্পী সম্মাননা ও ‘বাঙালির তীর্থভূমি’ স্মরণিকার প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের মুসলমানেরা কয়েকজন ধর্ম ব্যবসায়ীর কাছে ইসলাম ধর্ম লিজ দেয় নাই। তারাই সব বোঝেন আর কেউ কিছু বোঝেন না! সৌদি আরবে ভাস্কর্য জাদুঘর আছে, রাস্তায় রাস্তায় প্রাণীর এমনকি সৌদি বাদশার মুখাবায়ব সম্পন্ন ভাস্কর্যও আছে। মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফের ইমাম সাহেব গ্র্যান্ড মুফতি এ নিয়ে তো কখনো প্রশ্ন তোলেন নাই।'

'আমাদের দেশের এই ক’জন ধর্ম ব্যবসায়ী তাহলে মক্কা, মদিনা শরিফ ইমামের চেয়েও বেশি জ্ঞানী, ধর্ম নিয়ে বেশি বোঝেন!' প্রশ্ন রাখেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'আসলে এরা ধর্ম ব্যবসায়ী। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর এই দেশটি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে সবার আবাসস্থল হিসেবে স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং এখানে ধর্মীয় বিষবাষ্প ছড়ানো সংবিধান লঙ্ঘন, এটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শামিল বলেই এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়েছে।'

'অতীতে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে, ২০১৩-১৪-১৫ সালে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, শাপলা চত্বরে কোমলমতি মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে এসে তান্ডব চালিয়ে বায়তুল মুকাররমে এমনকি পবিত্র কোরআন শরিফে আগুন দেয়া হয়েছে এবং এসবে নেতৃত্বদানকারী ও তাদের অনুসারীরা সেই দায় এড়াতে পারে না' উল্লেখ করে  তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকে আবার নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এই ভূখন্ডে শত শত বৎসর ধরে ভাস্কর্য আছে। মোগল আমল থেকে  স্বাধীনতার পর এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুজনের, অনেক রাজনৈতিক নেতারও ভাস্কর্য  স্থাপিত হয়েছে। তখন কোনো কথা ছিল না। হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে তারা প্রশ্ন তুললেন। এর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে ও সারাদেশে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির জন্য সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনকে আহ্বান জানাই।'

তথ্যমন্ত্রী এ সময় 'আন্তর্জাতিক কুচক্রীমহলের নটী' হিসেবে বিভিন্ন সময়ে যারা কাজ করে, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে' উল্লেখ করেন।

ড. হাছান বলেন, 'পদ্মাসেতুতে এক টাকাও ছাড় না করেই বিশ্বব্যাংক বলেছিল, পদ্মাসেতুতে দুর্নীতি হয়েছে, যা পরে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণ হয়। কিন্তু সে সময় সিপিডি, টিআইবিসহ কয়েকটি সংগঠন, খ্যাতিমান ক'জন আইনজ্ঞ আর কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও বিশ্বব্যাংকের কথায় যেভাবে লাফালাফি শুরু করেছিলেন, যেভাবে বিশ্বব্যাংকের চেয়েও বড় গলায় দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন তা নজিরবিহীন। তখন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, বিশ্বব্যাংকের টাকা লাগবে না। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু করবো। আজ নিজস্ব অর্থায়নে তা প্রায় সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সক্ষমতা পৃথিবীকে জানান দিয়েছেন। আজকে সমগ্র দেশ, দেশের মানুষ  উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত। ‘

চলমান পাতা-২

পাতা-২

সকল গণমাধ্যমকর্মীকে জাতির এই আবেগের সাথে যুক্ত হওয়ায় ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সেতুর শুরুতে ষড়যন্ত্রকারীদের সেই বক্তব্যগুলোও নতুন করে আপনারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক ‘উহ’ করলে যারা এখানে লাফ দেয়, যারা আন্তর্জাতিক কোনো মহল বা গোষ্ঠী আমাদের দেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলে যারা এখানে তাদের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে, নানা রিপোর্ট প্রকাশ করে, তারা এখন কোথায়, চুপসে গেছেন কেন? তাদের মুখে কোনো কথা নাই কেন? পদ্মাসেতু হওয়াতে তারা তাহলে খুশি হন নাই, সেই সিপিডি-টিআইবি এখন কোথায়!'

মন্ত্রী বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের নিয়ে ট্রল দেখে লজ্জা লাগে, তাদের লাগে কি না জানি না। আসলে তারা দেশের ভালো চায় না। 'আন্তর্জাতিক কুচক্রীমহলের নটী' হিসেবে বিভিন্ন সময়ে যারা এভাবে কাজ করে, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।'

**'রিজভী সাহেব পুরো সুস্থ হননি'**

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বিষয়ে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'রিজভী সাহেব হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই যে ভাষায় কাদের ভাইকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে, তিনি পুরোপুরি সুস্থ হননি, চিকিৎসা আরো বাকি আছে।'

অনুষ্ঠানের আয়োজক বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ফাল্গুনী হামিদের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা কামাল চৌধুরী, মতিন চৌধুরী, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৮

**বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই ১৯ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) এর ৭১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন -২০২০ এর ধারা ৭(ঝ) ব্যত্যয় ঘটিয়ে জামুকা’র অনুমোদনহীন শুধু বেসামরিক গেজেটধারী মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই ১৯ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৯ জানুয়ারি, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তা বা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত ৩৩ ধরনের প্রমাণকে অন্তর্ভুক্ত থাকলে, তিনি যাচাই-বাছাই এর আওতাবর্হিভূত থাকবেন।

এ ধরনের কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম ভুলক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা জামুকা’র ওয়েবসাইটে যাচাই-বাছাইযোগ্য তালিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে, তালিকা হতে নাম বাদ দেয়ার জন্য উপযুক্ত প্রমাণসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে/মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে যোগাযোগের অনুরোধ করা হয়েছে।

#

মারুফ/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৭

**স্পেনের রাষ্ট্রদূত-বাণিজ্যমন্ত্রী বৈঠক**

**এগ্রোপ্রসেসিং শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশে এগ্রোপ্রসেসিং শিল্পে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। স্পেনের বিনিয়োগকারীগণ এ খাতে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। সরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সকল আনুষ্ঠানিকতা সহজ করা হয়েছে। সরকারের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকনোমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে চীন, কোরিয়া, জাপান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছে। চীন, ভারতসহ এ অঞ্চল পণ্যের একটি বড় বাজার। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত দক্ষ যুব জনশক্তি রয়েছে। সবদিক বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের চমৎকার স্থান।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিসকো ডি এসিস বেনিটেজ সালাস (Francisco de Asis Benitez Salas) এর সাথে মতবিনিময়ের সময় এ সব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, স্পেন বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহৎ রপ্তানি বাজার। স্পেনের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। উভয় দেশের ব্যবসায়ীগণ সফর বিনিময়ের মাধ্যমে এ বাণিজ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। আগামী ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশ স্পেনের কাছ থেকে চলমান জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখবে বলে প্রত্যাশা করছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, স্পেন বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র। বাণিজ্যিক দিক থেকেও স্পেন বাংলাদেশকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে চলমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে স্পেন খুশি। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রচুর চাহিদা রয়েছে স্পেনে। আগামীতে আরো বেশি পরিমাণে তৈরি পোশাক স্পেন বাংলাদেশ থেকে আমদানি করবে, বাণিজ্যের পরিধিও বাড়বে। বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এতে স্পেন খুশি। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরও স্পেন বাংলাদেশকে সহযোতিা অব্যাহত রাখবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (রপ্তানি) মোঃ আব্দুর রহিম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৬

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ৭৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৩৫৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯০ হাজার ৫৩৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৫২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ২০ হাজার ৮৯৬ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৫

**শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের জাতীয় কর্মসূচি**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর):

১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সকাল ৭.০৫ টায় এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ৭. ০৬ টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সকাল ৭.২২ টায় বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে এবং সকাল ৮.৩০ টায় রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

সকাল ৮.৩০ টা থেকে সর্বস্তরের জনগণ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী প্রদান করবেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

#

মারুফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৪

**পাহাড়ের স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর):

ভু-পৃষ্টের স্থলভাগের এক চতুর্থাংশ পর্বতময় এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ পার্বত্যবাসী। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুপেয় পানির ৫০ শতাংশের উৎস পার্বত্য অঞ্চলে। মানুষের জীবন-জীবিকা ও পানির অন্যতম উৎস পাহাড়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পাহাড়ের ভূমিকা অপরিসীম। পাহাড়কে কেন্দ্র করে পর্যটনের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পাহাড়ের স্বকীয়তা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আজ আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সফিকুল আহম্মদ । সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনের সচিব সুদত্ত চাকমা।

সচিব আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমিধ্বস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির অপ্রতুলতা, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ইত্যাদি কারণে পিছিয়ে পড়া পার্বত্যবাসীর জীবনধারা এবং জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বতের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার বৃক্ষ রোপণ।

সুদত্ত চাকমা তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, জনজীবনে পর্বতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০০২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রতিবছর ১১ ডিসেম্বর “আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস” পালনের ঘোষণা দেয়। আমাদের দেশে ৭ম বারের মত দিবসটি সরকারিভাবে পালনের উদ্যোগ নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এবারের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে “Mountain Biodiversity”। এ বছরের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে পর্বত ও পর্বতের জীববৈচিত্র রক্ষা, এগুলোর সফল ব্যবহার, তথা পর্বতের আসল রুপ, অলংকার ধরে রাখার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। পাহাড় থেকে আমরা বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন পাই,  পাহাড় জীববৈচিত্র রক্ষা করে। যত্রতত্র পাহাড় ও বন উজাড়ের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব ড. মোহা: শেখ রেজাউল করিম, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো: নুরুজ্জামান, ঢাকায় বসবাসরত পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীবৃন্দ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ।

#

নাছির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৩

**প্রাথমিক শিক্ষা ডিজিটাল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মূলভিত্তি**

**-টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, শিক্ষা সভ্যতার বাহন। এখন সময় ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির। প্রাথমিক শিক্ষা এর মূল ভিত্তি। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লালিত স্বপ্ল বাস্তবায়নে যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেছিলেন। প্রযুক্তি দুনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও ‘নগদ’-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো: জাকির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মো: হাসিবুল আলম বক্তৃতা করেন।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, উপবৃত্তি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি বৃত্তির এই টাকা মায়েদের হাতে পৌঁছে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে। শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার ১৯৯৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে ডিজিটাল রূপান্তরে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন প্রাথমিকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেন, আমাদের সন্তানরা খুবই মেধাবী। তাদের একটু পরিচর্যা করলে তারা রোবটিক. আইওটি, বিগডাটা বা ব্লকচেইন প্রযুক্তি সহজে আয়ত্ব করতে পারে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, উপবৃত্তি দেওয়ায় প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। উপবৃত্তির টাকা সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরে মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও নগদের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এম মনসুরুল আলম এবং ডাক বিভাগের মহাপরিচালক মো: সিরাজ উদ্দিন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০২

**একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক বন্ধে কাজ করছে সরকার**

**-পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, মানবদেহে ও পরিবেশের ওপর একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে সরকার এর ব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিংগেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

পরিবেশ মন্ত্রী আজ এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো) আয়োজিত ‘হাই লেভেল পলিসি ডায়লগ অন স্টপিং টক্সিক প্লাস্টিক ওয়েস্ট ট্রেড এন্ড ইটস ট্রান্সবাউন্ডারি মুভমেন্ট’ শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে তাঁর ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন হতে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, ফেলে দেয়া প্লাস্টিক পণ্য মাটি ও পানিতে বছরের পর বছর থেকে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার, খাদ্যচক্রের সাথে মিশে গুরুতরভাবে মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে।জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় বর্তমান সরকার ২০১০ সালে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য  জুট প্যাকেজিং আইন পাস করে। সিংগেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধ করতে একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের হাইকোর্ট এ বছরের জানুয়ারি মাসে আগামী এক বছরের মধ্যে সিংগেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে ।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ১৪০০ ডেলিগেটস ২০১৯ সালের ১০ মে প্লাস্টিক বর্জ্যকে বাসেল কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং এসব বর্জ্যকে একটি আইনি কাঠামোতে আনতে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্যের ট্রান্স-বাউন্ডারি মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণে একটি আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। তাছাড়া, আমদানি নীতি ২০১৫-২০১৮, অনুযায়ী বাংলাদেশে যে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পলিথিনের বিকল্প পাটের ব্যাগ উদ্ভাবনেও সরকার কাজ করছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের সকলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে খাবার ও ব্যক্তিগত পণ্যের মোড়ক, পানির বোতল, শ্যাম্পুর বোতল ও মিনি-প্যাক, কন্ডিশনার প্যাকেট, টুথপেস্ট টিউব, প্লাস্টিক টুথব্রাশ, টি ব্যাগ এবং বিভিন্ন খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিকের চামচ, স্ট্র, প্লেট, কাপ, গ্লাসসহ সিংগেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো, জাইকার প্রতিনিধি কোজি মিতোমোরি, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ,কে,এম রফিক আহমদ, এসডোর সভাপতি ও সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। সেশনটি পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন এসডোর সহসভাপতি প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত।

#

দীপংকর/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা 

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৮০১

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন: স্বপ্না, জাহাঙ্গীর হোসেন, মোহাঃ মশিউর রহমান মুক্তা, সুজন এবং নারায়ণ দেবনাথ।

গতকালের কুইজে ৭৪ হাজার ৭৮৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০০

**শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৪ বছরের পাকিস্তানি বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশের আপামর জনসাধারণকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় জামাতসহ ধর্মাদ্ধ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। তারা রাজাকার, আলবদর ও আলশামসবাহিনী গঠন করে পাক হানাদারবাহিনীকে সহায়তা করার পাশাপাশি হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করে। বাঙালি জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে তারা দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াসউদ্দিন, ডা. ফজলে রাব্বি, আবদুল আলীম চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ড.জ্যেতির্ময় গুহ ঠাকুরতা-সহ আরো অনেকে। স্বাধীনতা বিরোধীরা এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। বাংলাদেশ যাতে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেটাই ছিল এ হত্যাযজ্ঞের মূল লক্ষ্য।

মহান মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারী করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল’ জারীর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে। দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। খুন-হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন চালায়। মুক্তমনা, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। এই সন্ত্রাসী-জঙ্গিগোষ্ঠী ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দেশে সন্ত্রাস ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে দেশব্যাপী আগুন সন্ত্রাস চালায়। এখনও নানাভাবে তারা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে। বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। এই কুখ্যাত মানবতাবিরোধীদের যারা রক্ষার চেষ্টা করছে, তাদেরও একদিন বিচার হবে। এসব রায় বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মা শান্তি পাবে। দেশ ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হবে।

আমি দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ‘৭১-এর ঘাতক, মানবতারিরোধী, যুদ্ধাপরাধী জামাত-মৌলবাদীচক্রের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বপালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি শহীদ বুদ্ধিজীবীসহ সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১০৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৯

**শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৪ই ডিসেম্বর, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের, যাঁরা ১৯৭১ সালে বিজয়ের প্রাক্কালে হানাদারবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

বাঙালির জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধাপে ধাপে বহু আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরই আহ্বানে গোটা জাতি মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে চূড়ান্ত বিজয়। হানাদারবাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় আঁচ করতে পেরে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর-আল শামস বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ বহু গুণীজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জাতি হারায় তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

বুদ্ধিজীবীরা দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির রূপকার। তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, উদার ও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক। জাতির বিবেক হিসেবে খ্যাত আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারকে পরামর্শ প্রদানসহ বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে বিপুল অবদান রাখেন । কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, বিজয়ের প্রাক্কালে হানাদারবাহিনী পরিকল্পিতভাবে এ দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। জাতির জন্য এ-এক অপূরণীয় ক্ষতি। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রেখে যাওয়া আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে পারলেই তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১০৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৮

**বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দিবে**

**- সজীব আহমেদ ওয়াজেদ**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ বলেছেন বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অংশগ্রহণই করবে না, আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস ও মাইক্রোপ্রসেসর এর মতো নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিশ্বে নেতৃত্ব দিবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার জ্ঞানসহ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া এবং নীতি প্রণয়ন করা হবে বলেও জানান তিনি।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গতকাল আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিজিটাল প্লাটফর্মে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় উল্লেখ করে বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহার করে তরুণদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তরুণরা গ্রামে বসেই অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে।

আইসিটি উপদেষ্টা বলেন, গত ১২ বছরে আইসিটি খাতে কার্যকরী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার কারণেই করোনা মহামারি আমাদের প্রশাসনিক সহ বিভিন্ন কাজ বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। আমরা ই-নথি চালু করে কার্যক্রম সচল রেখেছি। সামাজিক সেবা সহ কোন সেবা বন্ধ হয়নি। ডিজিটাল হওয়ার কারণে দেশের মানুষ ঘরে বসেই পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পেরেছে বলে তিনি জানান।

তিনি আরো বলেন, গুজব একটি বৈশ্বিক সমস্যা। সাধারণ মানুষকে গুজব বিষয়ে জানাতে ৩৩৩ নম্বর চালু করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সভাপতিত্বে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব নিয়াজ মোহাম্মাদ জিয়াউল আলম, কিশোর সাইবার নোবেল জয়ী সাদাত রহমান এবং সিমপ্রিন্ট টেকনলোজির সিইও ড. টোবি ডিজিটাল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন।

ওয়েবিনারে সঞ্চালনা করেন এটুআই এর পলিসি এডভাইজার আনীর চৌধুরি।

#

মজুমদার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৩৪৫ ঘণ্টা